Prob. opinions

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 04 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

161

শিক্ষাঙ্গন

সাদেক আলীর শিক্ষা সমস্যা

আমরা দৈনিক ইনকিলাবের শিক্ষা অঙ্গনে দেশের শিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন সমস্যা আর তার সমাধান সম্পর্কে লিখছি প্রতিদিনই। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে এই সব লেখালেখির মধ্যে যে মস্তবড় ভুল থেকে যাচ্ছে সে বিষয়ে আমরা একেবারেই ওয়াকেবহাল ছিলাম না। আঙ্গুল তুলে সে ভুলটি দেখিয়ে দিল আমার প্রতিবেশী সাদেক আলী।

সাদেক আলী দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকের মতই একজন মুর্খ নিরক্ষর। পেশায় 'পার্ট টাইম কৃষক, পার্ট টাইম মাছ বিক্রেতা। অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ কৃষিক্ষেতে কাজ করে যে সময় কাটে সে সময়টুকু সে খালে বিলে পাগার পুকুরে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে তাই দিয়ে দিন চালায়। অহোরাত্র এ সব কাজ করে তার কখনো মনে হয় নাই যে, লেখা পাড়াও একটা প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ভাত কাপড় অপেক্ষা তার মূল্য ও মর্যদা অনেক বেশী। কিন্তু এইবার সে সমস্যায় পড়েছে আর সে সমস্যায় পড়েই অবশেষে আমার কাছে হাজির।

সাদেক আলীর বড় ছেলেটি খারেজি মাদ্রাসায় পড়ছিল। আলেম কি ফাজিল কি একটা পাশ করে সে বিয়ে করেছে আর একটি খারেজি মাদ্রাসায় পড়া মেয়েকে। খুশী হয়েছিল সাদেক আলী। কিন্তু তাকে বিপদে ফেলেছে তার বৌমা। মেয়েটি সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি। শ্বশুড়কে সালাম করতে এসে সে কেঁদে ফেলেছিল। তারপর অনেক সাধাসাধির পরে বলেছিল— আমার কপাল খারাপ তাই অশিক্ষিত নিরক্ষর শ্বশুরকে সালাম করতে হলো।

কথাটা মর্মাহত করেছিল সাদেক আলীকে। সে তার বোবা ভাষায় দোয়া করেছে বৌমাকে কিন্তু নিজের নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচনের কোন পথ খুঁজে পায় নাই।

সাদেক আলী লেখা পড়া শিখতে চায়। অশিক্ষিত হওয়ার কলঙ্ক মোচন করে শিক্ষিতা বৌমাকে খুশী করতে চায়। উপায়টা বাতলে দিতে হবে আমাকে। এবার নিজের ভুলটা বড় বেখাপ্পাভাবে ভেসে ওঠলো আমার চোখে।

দেশে শত শত পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিন। আমার মত শত শত সাংবাদিক প্রতিদিন লিখছেন শিক্ষা বিষয়ে, শিক্ষা সমস্যা বিষয়ে। দেখিয়ে দিচ্ছেন শিক্ষার সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যাবে। কিন্তু কেউ কি লিখেছি দেশজোড়া সাদেক আলীদের শিক্ষা সমস্যাটা কি এবং কিভাবে হতে পারে তার সমাধান? লজ্জায় মাথা নত হয়ে এলো সাদেক আলীর সামনে। সম্পর্কে অথচ আজ আমি সাদেক আলীকে কি বলে সন্তুষ্ট করবো তা' তৎক্ষণাৎ ভেবে পেলাম না।

এটা সত্য যে আমরা সাংবাদিকরা আকাশ পাতাল সব কিছু সম্পর্কে লিখলেও সাদেক আলীদের শিক্ষা সমস্যার সমাধান কল্প কিছুই লিখি নাই। সুতরাং আমাদের তহবিল থেকে তার হাতে তুলে দেবার মত কিছুই নাই। মনে মনে ভাবলাম কিছু বই-পুস্তকের নাম যদি সাদেক আলীকে বলে দিতে পারি। কিন্তু হা হুতোম্মি! সেখানেও একই অবস্থা। বইয়ের বাজারে শিশু, কিশোর, যুবক যুবতীদের জন্য বই আছে। বই আছে বিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক, সাংবাদিক সবার জন্যে। কিন্তু নেই শুধু চল্লিশোর্ধ বয়সের নিরক্ষর সাদেক আলীদের জন্য কোন বই।

অবশ্য বয়স্কদের শিক্ষা অভিযান নামে তামাশা করা হয় দেশে এবং উঁচু নিচু সকল পর্যায়ে যেতেই। আধবুড়োদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শিশুদের জন্য লিখিত বই। কিন্তু একবারও ভেবে দেখা হয় না— মনস্তাত্বিক দিক থেকে শিশুদের জন্য লেখা বই বুড়ো বা আধবড়োদের জন্য উপযুক্ত কি না। শিশুদের বইতে নির্বাচিত কবিতা, গল্প এবং উপদেশমালা— বুড়োদের, বড়দের মন ভুলাতে পারবে কিনা। এসব কথা না ভেবেই নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে শিশুদের জন্যে লেখা বই তুলে দেয়া হয় বড়দের শিক্ষার জন্য। বড়দের বুড়োদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল থাকে না তাদের হাতে দেওয়া বই কথা মালার। সুতরাং ব্যর্থ হয় অভিযান অপব্যয় হয় সরকারী অর্থের।

একবার বলতে ইচ্ছে হলো, সাদেক আলী ভাই, তোমার শিক্ষার অনুকুলে, তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত কোন বই যে নেই, তোমাকে দেব কি? শিশুরা শিক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আর বড়রা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে।

আমরা লিখিয়েরা এই সত্য কথাটি যতদিন না জানবো ততোদিন তো তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না। কিন্তু এ কথা যতই মূল্যবান হোক না কেন তা' সাদেক আলীর বোধগম্য হবে না। সে কারণেই কিছু মৌখিক উপদেশ দিয়ে, বোগদাদী কায়দাসহ কয়েকটি বাংলা ধর্মীয় বইয়ের নাম লিখে দিয়ে সাদেক আলীকে বিদায় করলাম। কিন্তু নিজের কৃত ভুলের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না। কবে যে সংশোধন হবে আমাদের এ ভুলের।

— দাউদ খশরু